ঝড়

পূর্বাভাষ ছিল আবহাওয়া দপ্তরের
লোকমুখে খবর ছড়াতে দেরী হল না।
প্রশাসন সতর্কবার্তা জারি করল -
কার্তিকের মা আজ তাই বালিতে বসে রইল না -
সাগরপানে চেয়ে
কার্তিকের বউ তার পাঁচ বছরের মেয়ে আর তিন বছরের পুঁচকি ছেলেটাকে
ঘরে আটকে রাখল বিকেল থেকেই।
সন্ধেবেলাতেই দর্মার দরজাটাকে টেনেটুনে দিল চেপে - ঘরের একমাত্র টিনের বাক্স দিয়ে।
কার্তিক তখন মাঝ সমুদ্রে আরও দুই মাঝির সাথে মাছের খোঁজে।
নৌকো থেকে নৌকোতে খবর গেল লাফিয়ে লাফিয়ে -
ফেরার তাড়া পড়ল তীরের পানে।

ঝড় এসে চলে গেল।

ঝড়ের দমকায় কার্তিকের পলকা ঘর ভাঙল - চাপা পড়ল সবাই
উড়ল আরও অনেক বাসা -
বেঁচে গেল শুধু পাঁচ বছরের মেয়েটা।
কার্তিক সংখ্যা বাড়াল নিখোঁজের তালিকায়
সাত দিন পরে - কার্তিকের ভিটের অবশিষ্ট ভিতের ওপর হল মন্ত্রীর সভা
ঝড়ে গৃহহারাদের পুনর্বাসনের শ্রুতিমধুর প্রতিশ্রুতি।
বেঁচে যাওয়া কার্তিকের পাঁচ বছরের মেয়েটা তখন কাছের রেল-স্টেশনে
খাবার খুঁজছে
আর একটু বড় না হলে ঘরে তুলবে না যে কেউ. . .

-রিক্ত